২১ দিনে নামায শিক্ষার সোর্ট কোর্স

কোর্সের বৈশিষ্ট সমূহ

১- কোর্সটিকে মোট ৫টি সেমিষ্টারে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি ৪দিনে ১টি সেমিষ্টার হবে এবং প্রতি ৪দিন পর পর এ সেমিষ্টারের রিভিশন ও পরীক্ষা নেওয়া হবে। যাতে করে শিক্ষার্থীরা বিষয়গুলো মনে রাখতে পারে এবং ভুলে না যায়।

২- প্রতিদিন ৪ ঘন্টা করে ক্লাস হবে। এরমাঝে ১ম দেড় ঘন্টা এ কোর্সের ক্লাস, তারপর ২ ঘন্টা তাজওয়ীদ ও কুরআন শিক্ষা, প্রতি দিন ৩০ মিনিট হবে জোহর সালাত ও বিশ্রামের বিরতী।

কোর্সটি যাদের জন্যঃ যেসব মুসলিম পুরুষ ও নারী আখেরাতের মুক্তির জন্য সঠিকভাবে নামায শিক্ষা করতে চায় এবং বাস্তব জীবনে দ্বীন মেনে চলতে চায় এ কোর্সটি তাদের জন্য

এ কোর্সে কারা ভর্তি হতে পারবেঃ প্রাপ্ত বয়স্ক যে কেনো পুরুষ বা নারী এ কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন।

কোর্সটির ডিজাইন ও পরিচালনায়
মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ
মুফতী, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, লেখক, গবেষক

কোর্সটি থেকে যেসব বিষয় শিখা যাবে

সেমিষ্টার	দিন	মূল বিষয়	পাঠের বিষয়	মন্তব্য
১ম	১ম	নামায শিক্ষা	নামাযের প্রস্তুতি	
	২য়	নামাযের করনীয়	ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব	
	৩য়	নামায আদায়ের পদ্ধতি	সূরাহ ফাতিহা'হ	
	৪র্থ			রিভিশন ও সেমিষ্টার
২য়	৫ম	নামায আদায়ের পদ্ধতি	ক্বিরাত ও রুকু	
	৬ষ্ঠ	নামায আদায়ের পদ্ধতি	রুকু ও রুকুর তাসবীহ	
	৭ম	নামায আদায়ের পদ্ধতি	সিজদাহ, দুই সিজদাহর মাঝে করনীয়	
	৮ম			রিভিশন ও সেমিষ্টার
৩য়	৯ম	নামায আদায়ের পদ্ধতি	২য় রাকায়াত ও তাশাহহুদ	
	১০ম	নামায আদায়ের পদ্ধতি	দুরুদ পাঠ	
	১১শ	নামায আদায়ের পদ্ধতি	দোয়া	
	১২শ			রিভিশন ও সেমিষ্টার
৪র্থ	১৩শ	নামায আদায়ের পদ্ধতি	সালাম	
	১৪শ	৩য় ও ৪র্থ রাকায়াত	৩ ও ৪ রাকায়াতী নামায	
	১৫শ	নামাযের পর করনীয়	ফরজ নামাযের পর করনীয়	
	১৬শ			রিভিশন ও সেমিষ্টার
৫ম	১৭শ	রামাদ্বান ও রোজা	রামাদ্বান ও রোজা	
	১৮শ	হিজাব	হিজাব	
	১৯তম	বিবাহ ও তালাক	বিবাহ ও তালাক	
	২০তম			পুরা কোর্সের রিভিশন
	২১তম		পরীক্ষা	

১ম পাঠঃ নামাযের প্রস্তুতি

নামাযের প্রস্তুতি হিসেবে ৪টি কাজ করতে হয়। যথা..

১- পবিত্রতাঃ নামাযের প্রস্তুতি হিসেবে আপনার শরীর, পোশাক এবং নামাযের স্থান পবিত্র হতে হবে। উল্লেখ্য..

⇒ পোশাকে কোনো নাপাক থাকলে এটা ধোয়ে পবিত্র করতে হয়

⇒ নামাযের মুসাল্লা, কাপড় বা চাটাইও ধোয়ে পবিত্র করতে হয়

⇒ পাকা মেজ মোচে আর মাটিযুক্ত স্থান লেপে বা শুকিয়ে পাক করতে হয়।

শরীর পবিত্র করার পদ্ধতি হিসেবে প্রথমে সকল প্রকার নাজাসাত ধোয়ে শরীরকে নাজাসাত মুক্ত কততে হবে। অতঃপর শরীরকে পাপ করার জন্য ৩টী পদ্ধতি রয়েছে। যথা..

ক. গোসল ফরজ হয়ে থাকলে গোসল করা

খ. গোসল ফরজ না হলে অযু করা

গ. পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হলে অথবা পানির ব্যবহার স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকারক হলে তায়াম্মুম করা।

(শিক্ষক/শিক্ষিকাগন শিক্ষার্থীদেরকে অযু, গোসল ও তায়াম্মুম শিখিয়ে দেবেন)

২- সতর ঢাকাঃ নামাযের প্রস্তুতি হিসেবে পবিত্র কাপড় দিয়ে নিজের সতর ঢেকে দিতে হবে।

৩- ওয়াক্ত নির্ধারনঃ আপনি যদি ফরজ নামায আদায়ের ইচ্ছা করে থাকেন তবে কোন ওয়াক্তের নামায আদায় করতে যাচ্ছেন অবশ্যই এটা নির্ধারন করতে হবে।

৪- অতঃপর দিক নির্নয় করতে হবে এবং (দাড়িয়ে বা বসে নামায পড়লে) ক্বিবলাহর দিকে মুখ করতে হবে। আর যারা শোয়ে নামায পড়বে তাদের জন্য দুটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা..

ক. ডান করটে এমনভাবে শোবে যাতে মুখ ক্বিবলাহর দিকে থাকে

খ. ক্বিবলাহর দিকে পা দিয়ে উপরের দিকে মুখ করে (উপুড় হয়ে) এমনভাবে শোবে যাতে তাকে সোজা দাড় করালে ক্বিবলাহ মুখী হয়।

৫- তারপর নামাযের নিয়ত করতে হবে। নিয়ত অর্থ ইচ্ছা করা। মনের ইচ্ছাকে নিয়ত বলা হয়। নিয়ত মুখে বলতে হয় না। ইচ্ছা করে নামায শুরু করাকেই বলা হয় নামাযের নিয়ত।

২য় পাঠঃ নামাযের পজিশন

সাধারনত নামাযের পজিশন মোট ৪টি। যথা.. (১) দাড়ানো (২) বসা (৩) রুকু (৪) সিজদাহ

(শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীদেরকে ৪টি পজিশন শিখিয়ে দেবেন এবং তারা ঠিকমত করতে পারছে কী না এক এক করে পরীক্ষা করে দেখবেন)

৩য় পাঠঃ কালিমাহ

কালিমাহ ত্বায়্যীবাহ

আরবী কালিমাহ	لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ
বাংলা উচ্চারণ	লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদু-র-রাসূলুল্লাহ
বাংলা অর্থ	আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল

কালিমাহ শাহাদাহ

আরবী কালিমাহ	اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
বাংলা উচ্চারণ	আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু
বাংলা অর্থ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছিঃ আল্লাহ ছারা আর কোনো ইলাহ নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছিঃ মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

নামাযের করনীয়সমূহ

১ম পাঠঃ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব

উল্লেখ্য নামাযের করনীয়সমূহ মোট ৪ প্রকার হয়ে থাকে। যথা..

⇒ **ফরজঃ** যা করতেই হবে। কোনো ফরজ ছেড়ে দিলে বা ছুটে গেলে নামায শুদ্ধ হবে না।
⇒ **ওয়াজিবঃ** যা করা আবশ্যক। কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে সংশোধনী সিজদাহ দিতে হয়।
⇒ **সুন্নতঃ** যা করলে অনেক ছাওয়াব পাওয়া যায় তবে না করতেও নামায শুদ্ধ হয়ে যায়
⇒ **মুস্তাহাবঃ** যেসব কাজের গুরুত্ব সুন্নতের চেয়েও কম তবে করলে ছাওয়াব আছে।

বিঃ দ্রঃ = শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ এক এক করে মুখস্ত করাবেন তারপর এক এক করে জিজ্ঞেস করবেন।

২য় পাঠঃ নামাযের সূচনা

করনীয় ১- নিয়ত করার সাথে সাথে কাধ অথবা কান বরাবর হাত উঠাতে হয় (এটা সুন্নত কাজ)
করনীয় ২- হাত উঠিয়ে তাকবীর বলতে হয় (এ তাকবীর বলা ফরজ) তারবীর হচ্ছে..

আল্লাহ সবচেয়ে বড়	আল্লাহু আকবার	الله اكبر

করনীয় ৩- তাকবীর বলার পর হাত বেধে ছানা পাঠ করতে হয়। ছানা অর্থ প্রশংসা করা। নামাযে আল্লাহর প্রশংসা করতে গিয়ে রাসূল সা. অনেকগুলো ছানা পাঠ করেছেন। এরমাঝে সবচেয়ে ছোট ও সহজ ছানা হচ্ছে..

আরবী ছানা	**سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك**
বাংলা উচ্চারণ	সুবহানাকা আল্লাহুম্মা, ওয়া বিহা'মদিকা, ওয়া তাবারা কাসমুকা, ওয়া তায়া'লা জাদ্দুকা, ওয়া লা-ইলাহা গাইরুক।
বাংলা অর্থ	হে আল্লাহ! তুমি মহিয়ান, তুমিই সকল প্রশংসার মালিক, তোমার নাম বড়ই বরকতময়, তোমার মর্যাদা সর্বউচ্চ, তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

৩য় পাঠঃ কালিমাহ

কালিমাহ ত্বায়্যিবাহ

আরবী কালিমাহ	**لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ**
বাংলা উচ্চারণ	লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদু-র-রাসূলুল্লাহ
বাংলা অর্থ	আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল

কালিমাহ শাহাদাহ

আরবী কালিমাহ	**اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله**
বাংলা উচ্চারণ	আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু
বাংলা অর্থ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছিঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছিঃ মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

ঈমান মুজমাল

আরবী কালিমাহ	**امنت بالله كما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احكامه**
বাংলা উচ্চারণ	আ-মানতু বিল্লাহি কামা হুওয়া, বিআসমা-ইহি, ওয়া স্বিফাতিহি, ওয়া ক্বাবিলতু জামীয়া' আহ'কামিহি
বাংলা অর্থ	আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর, তার সকল নাম ও গুনাগুণসহ তিনি যেমন আছেন, আর তার সকল বিধিবিধান আমি মেনে নিয়েছি

নামায আদায়ের পদ্ধতি

১ম পাঠঃ নামায আদায়ের পদ্ধতি (সূরাহ ফাতিহা'হ)

করনীয় ৪- ছানা পাঠের পর "আয়ু'যু বিল্লাহ.. ও বিসমিল্লাহ.." পাঠ করতে হয়। (এটা মুস্তাহাব)
করনীয় ৫- তারপর সূরাহ ফাতিহা'হ পাঠ করতে হয়। (এটা ওয়াজিব)

⇒ ফরজ, সুন্নত ও নফল সব নামাযের প্রতিটি রাকায়াতেই ফাতিহা'হ পাঠ করতে হয়।
⇒ তবে জামায়াতে সালাত আদায় করলে হানাফী মাযহাব মতে শুধু ইমাম সাহেব ফাতিহা'হ পাঠ করবেন আর মুক্তাদীগণ পাঠ করবে না।

বিঃ দ্রঃ = শিক্ষারথীদেরকে শুদ্ধ করে পূর্ন "আয়ু'যু বিল্লাহ.. ও বিসমিল্লাহ.." ও সূরাহ ফাতিহা'হ শিক্ষা দেবেন।

২য় পাঠঃ কালিমাহ

কালিমাহ ত্বায়্যিবাহ

আরবী কালিমাহ	لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ
বাংলা উচ্চারণ	লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদু-র-রাসূলুল্লাহ
বাংলা অর্থ	আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল

কালিমাহ শাহাদাহ

আরবী কালিমাহ	اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
বাংলা উচ্চারণ	আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু
বাংলা অর্থ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছিঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছিঃ মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

ঈমান মুজমাল (ঈমানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

আরবী কালিমাহ	امنت بالله كما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احكامه
বাংলা উচ্চারণ	আ-মানতু বিল্লাহি কামা হুওয়া, বিআসমা-ইহি, ওয়া স্বিফাতিহি, ওয়া ক্বাবিলতু জামীয়া' আহ'কামিহি
বাংলা অর্থ	আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর, তার সকল নাম ও গুনাগুণসহ তিনি যেমন আছেন, আর তার সকল বিধিবিধান আমি মেনে নিয়েছি

ঈমান মুফাসসাল (ঈমানের স্ববিস্তার বিবরণ)

আরবী কালিমাহ	أمنتُ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعـــــــثِ بعد الموت
বাংলা উচ্চারণ	আ-মানতু বিল্লাহি, ওয়া মালা-ইকাতিহী, ওয়া কুতুবিহী, ওয়া রুলুলিহী, ওয়া-ল-ওয়াওমি-ল- আ-খিরি, ওয়া-ল-ক্বাদরি খাইরিহী ওয়া শাররিহী মিনা-ল্লাহি তায়া'লা, ওয়া-ল-বা'ছি বা'দা-ল-মাওত।
বাংলা অর্থ	আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর, আর তার ফিরিস্তাগণের উপর আর তার কিতাবসমূহের উপর আর তার রাসূলগণের উপর আর শেষ বিচারের দিনের উপর আর তাক্বদিরের উপর, ভালো ও মন্দ সব আল্লাহ থেকেই হয় আর মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর

৩য় পাঠঃ নামাযের পজিশন ও নামাযের করনীয়

এখানে ১ম দিন থেকে নামাযের ৪টি পজিশন আর ২য় দিন থেকে নামাযের ৪টি করনীয় রিভিশন করিয়ে দেবেন

৪র্থ দিন এ পর্যন্ত (১ম থেকে ৩য় দিন পর্যন্ত) যা পাঠ করা হয়েছে এসব কিছুর রিভিশন।

২য় সেমিষ্টার **৫ম দিন**

নামায আদায়ের পদ্ধতি (ক্বিরাত ও রুকু)

১ম পাঠঃ ক্বিরাত ও রুকু

করনীয় ৬- সূরাহ ফাতিহা'হ পাঠ করার পর ক্বিরাত পড়তে হবে। (নামাযে ক্বিরাত পড়া ফরজ) উল্লেখ্য পবিত্র কুরআনের যে কোনো জায়গা থেকে তিলাওয়াত করাকে ক্বিরাত বলা হয়। ফরজ নামাযের প্রথম ২ রাকায়াতে আর সুন্নত ও নফল নামাযের প্রত্যেক রাকায়াতে ক্বিরাত পড়তে হয়।

করনীয় ৭- ক্বিরাত সমাপ্ত করার পর সামান্য সাকতাহ (একটু বিশ্রাম) এর পর রুকু করতে হয় (রুকু করা ফরজ)

বিঃ দ্রঃ = এখানে শিক্ষারথীদেরকে রুকু করার পদ্ধতি শিখাতে হবে এবং সবাই ঠিক মত রুকু করতে পারছে কী না এক এক করে প্রত্যক্ষ দেখতে হবে। কারো ভূল হলে তাকে শিখিয়ে দিতে হবে।

২য় পাঠঃ হিফজ সূরাহ

সুরাহ ইখলাস্ব শুদ্ধ করে মুখস্ত করাবেন এবং শিক্ষার্থীদের দিয়ে দলবদ্ধভাবে পড়াতে হবেন।

৩য় পাঠঃ কালিমাহ

উপরে উল্লেখিত ৪টি কালিমাহ ও ছানা মুখস্ত পড়াতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের দিয়ে দলবদ্ধভাবে পড়াতে হবে।

২য় সেমিষ্টার **৬ষ্ঠ দিন**

নামায আদায়ের পদ্ধতি (রুকু ও রুকুর তাসবীহ)

১ম পাঠঃ রুকু, রুকুর তাসবীহ ও রুকুর পর করনীয়

করনীয় ৮- রুকুতে যেতে যেতে তাকবীর বলবে। (এ তাকবীর বলা সুন্নত)

করনীয় ৯- রুকুতে ধীরস্থির হয়ে কিছু সময় অবস্থান করতে হবে। (এ অবস্থানকে ত্বামানিয়্যাহ বলা হয়। এটা ওয়াজিব)

করনীয় ১০- রুকুতে গিয়ে ৩ অথবা এরচেয়ে অধিকবার রুকুর তাসবীহ পড়তে হবে। (রুকুর তাসবীহ পড়া সুন্নত)

করনীয় ১১- রাসূল সা. রুকুতে অনেক দীর্ঘ সময় নিয়ে নানা তাসবীহ পাঠ করেছেন। এসব থেকে আমাদের মাঝে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রুকুর তাসবীহ হচ্ছে.. (তাসবীহটি শুদ্ধ করে অর্থসহ মুখস্ত করাতে হবে)

আমার মহান প্রভু বড়ই মহিয়ান	সুবহা'না রাব্বিইয়া-ল-আ'যীম	سبحان ربي العظيم

করনীয় ১২- রুকু থেকে সোজা দাড়িয়ে বলবে.. (তবে যারা ইমামের পিছনে নামায পড়বে তারা এটা বলবে না)

কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ তা শুনতে পান	সামিয়া'ল্লাহু লিমান হা'মিদাহ	سمع الله لمن حمده

করনীয় ১৩- তারপর ধীর স্থির হয়ে কিছুক্ষন দাড়িয়ে থাকবে। এই দাড়িয়ে থাকাকে ক্বাওমা বলা হয়। (রুকুর পর এমনভাবে দাড়িয়ে থাকা ওয়াজিব)

করনীয় ১৪- দাড়ানো অবস্থায় বলবে.. (এটা সবাই বলবে)

হে রাব্ব! সকল প্রশংসার তুমিই মালিক	রাব্বানা- লাকা-ল-হা'মদ	ربنا لك الحمد

করনীয় ১৫- এরপর দাড়ানো অবস্থায় আল্লাহর মহত্ব বর্ননায় আরো অনেক কিছুই বলেছেন রাসূল সা.। কেউ বলতে চাইলে এগুল শিখে নেবেন।

বিঃ দ্রঃ = উল্লেখিত ৩টি তাসবীহ মুখস্ত করার পর শিক্ষার্থীদের সবাই এক এক করে দলবদ্ধভাবে পাঠ করবে।

২য় পাঠঃ হিফজ সূরাহ

আজ সবাই সম্মিলিতভাবে সূরাহ আল-কাওছার মুখস্ত করবে।

৩য় পাঠঃ রিভিশন

৪ কালিমাহ, ছানা, রুকু ও রুকুর পরবর্তী তাসবীহসমূহ এবং সূরাহ ইখলাস্ব ও আল-কাওছার রিভিশন করবে।

নামায আদায়ের পদ্ধতি (সিজদাহ ও সিজদাহর তাসবীহ)

১ম পাঠঃ সিজদাহ, সিজদাহর তাসবীহ ও দুই সিজদাহর মাঝে করনীয়

করনীয় ১৬ – অতঃপর দাড়ানো থেকে সোজা সিজদায় চলে যাবে (সিজদাহ করা ফরজ)
করনীয় ১৭ – সিজদায় যেতে যেতে তাকবীর বলবে (এখানে তাকবীর বলা সুন্নত)
করনীয় ১৮ – সিজদায় গিয়ে ধীর স্থিরভাবে সিজদায় কিছুক্ষণ অবস্থান করবে। (একে ত্বামানিয়্যাহ বলা হয়। নামাযের প্রতিটি কাজে ত্বামানিয়্যাহ ওয়াজিব)
করনীয় ১৯ – সিজদাহরত অবস্থায় ৩বার বা এরচেয়ে অধিক বার সিজদাহর তাসবীহ বলবে (সিজদাহর তাসবীহ সুন্নত)
করনীয় ২০ – রাসূল সা. সিজদাহরত অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করে অনেক প্রকার তাসবীহ করতেন এবং সিজদাহরত অবস্থায় বেশী বেশী দোয়া করতেন। সিজদাহর তাসবীহসমূহ থেকে আমাদের কাছে খ্যাতমান একটি তাসবীহ হচ্ছে..

আমারমহান রাব্ব কতই মহিয়ান	সুবহা'না রাব্বিইয়া-ল-আ'লা	سبحان ربي الأعلى

করনীয় ২১ – তারপর সিজদাহরত অবস্থায় মনের আকুতি মিটিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। হাদীছে বর্নিত হয়েছেঃ রাসূল সা. বলেছেনঃ "তোমরা সিজদাহরত অবস্থায় বেশী বেশী দোয়া করবে। কারণ সিজদাহ থেকে মাথা উঠানোর আগেই এ দোয়া কবুল হয়ে যায়।

বিঃ দ্রঃ = শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তবে সিজদাহ শিখিয়ে দেবে এবং এক এক করে সবাইকে পরীক্ষা করে দেখবে সবাই ঠিকমত সিজদাহ করতে পারছে কী না। যতক্ষণ সবাই না পারছে ততক্ষণ শিখাতে থাকবে।

করনীয় ২২ – অতঃপর সাজিদাহ থেকে উঠে বসবে। এ বসাকে জালসাহ বলা হয়। এখানে জালসাহ করা ওয়াজিব।
করনীয় ২৩ – জালসাহতে ত্বামানিয়্যাহ ওয়াজিব, মানে ধীর স্থির হয়ে এমনভাবে বসা যাতে শরীরের জোড়াসমূহ স্থীর হয়ে বসে যায়।
করনীয় ২৪ – জালসাতে দোয়া করা সুন্নত। দুই সিজদাহর মাঝে বসা অবস্থায় দোয়া কবুল হয় বলেও হাদীছে উল্লেখ আছে। জালসাতে যে কোনো দয়া করা যায়। আর এ অবস্থায় কিছু সুন্নাহ দোয়াও বিদ্যমান আছে। এর একটি হচ্ছে..

হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও আর আমার উপর দয়া কর..।	আল্লাহুম্মা-গ-ফিরলী ওয়া-র-হা'মনী..	اللهم اغفر لي، وارحمني،

বিঃ দ্রঃ = হাদীছে দোয়াটি অনেক লম্বা এবং এতে ৭টি চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য দোয়াটিকে সহজ করতে মাত্র দুটি কথা এখানে দেওয়া হল। যারা পূর্ন দোয়াটি শিখতে চান হাদীছ থেকে বা দোয়ার বই থেকে শিখে নেবেন।

করনীয় ২৫ – তারপর আবার সিজদায় চলে যাবে। এটা হল ২য় সিজদাহ। ২য় সিজদাহ করাও ফরজ।
করনীয় ২৬ – ২য় সিজদাতে যাওয়ার প্রাক্কালেও তাকবীর বলবে। (এখানে তাকবীর বলা সুন্নত)
করনীয় ২৭ – ২য় সিজদাহর মাঝে করনীয় ১৮-২১ পর্যন্ত সব করবে।
করনীয় ২৮ – ২য় সিজদাহ সমাপ্ত করে..

⇒ চাইলে বিশ্রামের জন্য একটু বসতে পারবে। এ বসাকে "জালসাহ ইস্তিরাহা'হ" বলা হয়। মানে বিশ্রামের জন্য বসা। হাদীছে এমন বসার কথা উল্লেখ আছে। তাই শাফিয়ী ফিক্বহ মতে এটা সুন্নাহ আর হানাফী ফিক্বহ মতে সুন্নাহ নয়। তবে কারো প্রয়োজন হলে বসতে পারবে।
⇒ আর বসতে না চাইলে সোজা দাড়িয়ে যাবে এবং তাকবীর বলবে। (এখানে তাকবীর বলা সুন্নত)

বিঃ দ্রঃ = ২য় সিজদাহ সমাপ্ত করার পর এতোটুকু সালাতকে এক রাকায়াত বলা হয়। আর ২য় সিজদাহ সমাপ্ত করে (মানে এক রাকায়াত শেষ করে) দাড়ালে ২য় রাকায়াত শুরু হয়ে যায়।

করনীয় ২৯ – ২য় সিজদাহ থেকে উঠার সময় তাকবীর বলবে। (এখানে তাকবীর বলা সুন্নত)

২য় পাঠঃ হিফজ সূরাহ

আজ সূরাহ নাস শিক্ষা দেবে এবং সবাই এক এক করে দলগত পদ্ধতিতে এর অনুশীলন করবে।

৩য় পাঠঃ রিভিশন

৪কালিমাহ, ছানা, রুকু ও রুকুর পরবর্তী তাসবীহসমূহ এবং সূরাহ ইখলাস্ব, আল-কাওছার ও নাস রিভিশন করবে।

৮ম দিন এ পর্যন্ত (১ম থেকে ৭ম দিন পর্যন্ত) যা পাঠ করা হয়েছে এসব কিছুর রিভিশন।

৩য় সেমিষ্টার **৯ম দিন**

নামায আদায়ের পদ্ধতি (২য় রাকায়াত)

১ম পাঠঃ ২য় রাকায়াত ও তাশাহহুদ

ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল সকল নামাযের ২য় রাকায়াত ১ম রাকায়াতের মতই আদায় করতে হয়। তবে ২য় রাকায়াতে ছানা পাঠ করতে হয় না বিধান সূরাহ ফাতিহা'হ থেকে শুরু হয়। মানে ২য় রাকায়াতে দাড়িয়েই বিসমিল্লাহ.. পড়ে সূরাহ ফাতিহা'হ শুরু করে দেবে। তারপর করনীয় ৫-২৭ পর্যন্ত সব করে ২য় রাকায়াত সমাপ্ত করবে।

করনীয় ৩০ - ২য় রাকায়াতে ২য় সিজদাহ সমাপ্ত করে দাড়াবে না বরং তাকবীর বলে বসে যাবে। (এ তাকবীর সুন্নত)
করনীয় ৩১ – বসে তাশাহহুদ পাঠ করবে। (এখানে বসা অবস্থায় তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব। তাশাহহুদ হচ্ছে..

আরবী	التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
বাংলা উচ্চারণ	আত-তাহি'ইয়্যাতু লিল্লাহি, ওয়া-স-স্বালাওয়াতু, ওয়া-ত-ত্বায়্যিবাত, আ-স-সালামু আলাইকা আয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাকাতুহ আ-স-সালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ই'বাদিল্লাহি-স-স্বালিহীন, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ
বাংলা অর্থ	সকল শুভেচ্ছা, সকল ইবাদাত আর সকল পবিত্রতার মালিক একমাত্র আল্লাহ, হে নবী! আপনার উপর শান্তি আর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক, সাথে আমাদেরসহ আল্লাহর সকল সত বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছিঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছিঃ মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

২য় পাঠঃ হিফজ সূরাহ

আজ মুখস্ত করানো হবে সূরাহ ফালাক্ব, মুখস্ত করার পর সবাই এক এক করে দলগতভাবে অনুশীলন করবে।

৩য় পাঠঃ

৪ কালিমাহ, ছানা, রুকু ও রুকুর পরবর্তী তাসবীহসমূহ এবং সূরাহ ইখলাস্ব, আল-কাওছার, নাস ও ফালাক্ব রিভিশন করবে।

৩য় সেমিষ্টার **১০ম দিন**

নামায আদায়ের পদ্ধতি (দুরুদ পাঠ)

১ম পাঠঃ দুরুদ পাঠ

করনীয় ৩২ – ৩ অথবা ৪ রাকায়াতী নামাযে তাশাহহুদের পর উঠে দাড়াবে এবং তাকবীর বলবে। (এ তাকবীর সুন্নত)
করনীয় ৩৩ – নামায যদি দুই রাকায়াতী হয়, (যেমনঃ ফজরের ফরজ নামায) তবে তাশাহহুদের পর দুরুদ পাঠ করতে হয়। এখানে ২টি দুরুদ পাঠ করা হয়, এগুলো আমাদের কাছে ইবরাহিমী দুরুদ নামে পরিচিত। দুরুদ ২টি হচ্ছে..

আরবী	**اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد ،** **اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد**
বাংলা উচ্চারণ	১. আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আ'লা মুহাম্মাদ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদ, কামা স্বাল্লাইতা আ'লা ইবরাহীম ওয়া আ'লা আ-লি ইবরাহীম, ইন্নাকা হা'মীদুম মাজীদ। ২. আল্লাহুম্মা বা-রিক আ'লা মুহাম্মাদ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আ'লা ইবরাহীম ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হা'মীদুম মাজীদ
বাংলা অর্থ	হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ আর উনার অনুসারীদের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন সালাত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও উনার অনুসারীদের উপর, নিশ্চয় তুমি চির প্রশংসিত, চির মহিমান্বির। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ আর উনার অনুসারীদের উপর বরকত বর্ষণ কর, যেমন বরকত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও উনার অনুসারীদের উপর, নিশ্চয় তুমি চির প্রশংসিত, চির মহিমান্বির।

২য় পাঠঃ হিফজ সূরাহ

আজ মুখস্ত করানো হবে সূরাহ লাহাব, মুখস্ত করার পর সবাই এক এক করে দলগতভাবে অনুশীলন করবে।

৩য় পাঠঃ

৪ কালিমাহ, ছানা, রুকু ও রুকুর পরবর্তী তাসবীহসমূহ এবং সূরাহ নাস, ফালাক্ব, ইখলাস্ব, লাহাব ও আল-কাওছার, রিভিশন করবে।

৩য় সেমিষ্টার **১১শ দিন**

নামায আদায়ের পদ্ধতি (দোয়া)

১ম পাঠঃ দোয়া

করনীয় ৩৪ – দুরুদ পাঠের পর দোয়া করা সুন্নত। হাদীছে উল্লেখ আছেঃ রাসূল সা. বলেছেনঃ এখানে যা চাবে তাই পাবে। রাসূল সা. ও সাহাবাগণ এখানে অনেক দোয়া করতেন বলে অনেক হাদীছে বর্নিত হয়েছে। উনারা এখানে যেসব দোয়া করতেন এগুলোকে একত্রে বলা হয় আদইয়া মাছুরা তথা হাদীছে উল্লেখিত দোয়াসমূহ। ৩টি দোয়া এখানে উল্লেখ করা হল।

আরবী	رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
বাংলা উচ্চারণ	রাব্বানা আ-তিনা ফিদ-দুনয়া হাসানাহ, ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাহ, ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার।
বাংলা অর্থ	হে রাব্ব! আমাদেরকে দান কর দুনিয়ার সকল কল্যাণ আর আখেরাতের সকল কল্যান এবং আমাদেরকে মুক্ত রাখো জাহান্নামের আযাব থেকে।

আরবী	ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسولُ الله ﷺ يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدَّجال
বাংলা উচ্চারণ	আল্লাহুম্মা ইন্নী আয়ুযু বিকা মিন আযাবিল ক্বাবর, ওয়া মিন আযাবি-ন-নার, ওয়া মিন ফিতনাতি-ল-মাহ'ইয়া ওয়া মামাত, ওয়া মিন ফিতনাতি-ল-মাসীহি-দ-দাজ্জাল।
বাংলা অর্থ	হে আল্লাহ! আমি তমার কাছে সুরক্ষা কামনা করছি কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর সমূদয় ফিতনাহ থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনাহ থেকে। (দোয়াটি বর্নিত হয়েছে বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবে)

আরবী	وَعن أَبي بكْرٍ الصِّدّيق ت، أَنَّه قَالَ لِرَسولِ الله ﷺ: عَلِّمني دُعَاءً أَدعُو بِهِ في صَلاتي، قَالَ :قُلْ: اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِر لي مغْفِرَةً مِن عِنْدِكَ، وَارحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم
বাংলা উচ্চারণ	আল্লাহুম্মা ইন্নী যাকামতু নাফসী যুলমান কাছীরা, ওয়া লা ইয়াগফিরুযযুনূবা ইল্লা আনতা, ফাগফিরলী মাগফিরাতা-ম-মিন ই'ন্দিকা ওয়া-র-হা'মনী, ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহী'ম
বাংলা অর্থ	হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলম করে ফেলেছি, আমার এ পাপ মাফ করার কেউ নেই তুমি ছাড়া, তুমি নিজ দয়ায় আমাকে মাফ করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া কর, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়াময়। (বুখারী ও মুসলিম)

২য় পাঠঃ হিফজ সূরাহ

আজ মুখস্ত করানো হবে সূরাহ নাস্বর, মুখস্ত করার পর সবাই এক এক করে দলগতভাবে অনুশীলন করবে।

৩য় পাঠঃ

৪ কালিমাহ, ছানা, রুকু ও রুকুর পরবর্তী তাসবীহসমূহ এবং সূরাহ নাস, ফালাক্ব, ইখলাস্ব, লাহাব, নাস্বর ও আল-কাওছার, রিভিশন করবে।

১২শ দিন এ পর্যন্ত (১ম থেকে ১১শ দিন পর্যন্ত) যা পাঠ করা হয়েছে এসব কিছুর রিভিশন।

৪র্থ সেমিষ্টার **১৩শ দিন**

নামায আদায়ের পদ্ধতি (সালাম)

১ম পাঠঃ সালাম

করনীয় ৩৫ – দোয়ার পর সালাম বলবে। নামায শেষে সালাম বলা ওয়াজিব। সালাম হচ্ছে..

আরবী	السلام عليكم ورحمة الله
বাংলা উচ্চারন	আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ
বাংলা অর্থ	তোমাদের প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক

করনীয় ৩৬ – দুইবার সালাম বলবে এবং সালামের সময় ডানে ও বামে মুখ ঘুরাবে। (এটা সুন্নত)

২য় পাঠঃ হিফজ সূরাহ

আজ মুখস্ত করানো হবে সূরাহ ক্বুরাইশ, মুখস্ত করার পর সবাই এক এক করে দলগতভাবে অনুশীলন করবে।

৩য় পাঠঃ

৪ কালিমাহ, ছানা, রুকু ও রুকুর পরবর্তী তাসবীহসমূহ এবং সূরাহ নাস, ফালাক্ব, ইখলাস্ব, লাহাব, নাস্বর, আল-কাওছার ও ক্বুরাইশ রিভিশন করবে।

৪র্থ সেমিষ্টার **১৪শ দিন**

৩য় ও ৪ র্থ রাকায়াতী নামায

১ম পাঠঃ ৩য় ও ৪ র্থ রাকায়াত আদায়ের পদ্ধতি

করনীয় ৩৭ – ৩ রাকায়াতী ফরজ নামায হলে ৩২তম করনীয় অনুকরন করে (২য় রাকায়াতে তাশাহহুদ পাঠ করার পর) উঠে দাড়াবে এবং সূরাহ ফাতিহা'হ পাঠ করে নিয়ম মত রুকুতে চলে যাবে। অতঃ পর ২ সিজদাহ সমাপ্ত করে বসে তাশাহহুদ পাঠ করবে এবং দুরুদ ও দোয়া কররে সালাম দিয়ে নামায সমাপ্ত করবে।
করনীয় ৩৮ – ফরজ ব্যতীত অন্য নামায ৩ রাকায়াতী হলেও এমনই করবে, তবে এক্ষেত্রে সূরাহ ফাতিহা'হর পর তলাওয়াত করতে হবে।
করনীয় ৩৯ – আর ৪ রাকায়াতী ফরজ নামায হলে ৩ রাকাতের পর দাড়িয়ে যাবে এবং সূরাহ ফাতিহাহ পাঠ করে নিয়মিত রুকু, সিজদাহ করার পর বসে তাশাহহুদ, দোয়া ও দোয়া করে সালাম ফিরাবে।
করনীয় ৪০ – আর ফরজ ব্যতীত অন্য নামায ৪ রাকায়াতী হলে ৪র্থ রাকায়াতেও সূরাহ ফাতিহাহর পর তিলাওয়াত করতে হবে। তারপর বসে তাশাহহুদ, দুরুদ ও দোয়া করে সালাম দিয়ে নামায সমাপ্ত করবে।

২য় পাঠঃ হিফজ সূরাহ

আজ মুখস্ত করানো হবে সূরাহ ফীল, মুখস্ত করার পর সবাই এক এক করে দলগতভাবে অনুশীলন করবে।

৩য় পাঠঃ

৪ কালিমাহ, ছানা, রুকু ও রুকুর পরবর্তী তাসবীহসমূহ এবং সূরাহ নাস, ফালাক্ব, ইখলাস্ব, লাহাব, নাস্বর, আল-কাওছার, ক্বুরাইশ ও ফীল রিভিশন করবে।

৪র্থ সেমিষ্টার **১৫শ দিন**

ফরজ নামাযের পর করনীয়

১ম পাঠঃ ফরজ নামাযের পর করনীয়

ফরজ সালাত আদায়ের পর করনীয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..
"আর সালাত সমাপ্ত করার পর তোমরা দাড়িয়ে দাড়িয়ে, বসে বসে বা শোয়ে শোয়ে আল্লাহর যিকর করবে" (দেখুন সূরাহ আ-ল ই'মরানঃ ১৯১)

মহান আল্লাহর এ আদেশ পালন করে ফরজ সালাত সমাপ্ত করার পর রাসূল সাঃ বেশকিছু যিকর ও তাসবীহ করতেন। এরমাঝে মাত্র কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হল।
করনীয়ঃ ১ – ফরজ নামাযের সালাম সমাপ্ত করে কিবলাহর দিক থেকে ঘুরে বসবে এবং ৩বার বলবে..

আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি	আস্তাগফিরুল্লাহ	أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

করনীয়ঃ ২ – তারপর ফাতিমী তাসবীহ আদায় করবে। ফাতেমী তাসবীহ আদায়ের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। আমাদের সমাজে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ পদ্ধতিটি হচ্ছে..

سبحان الله	সুবহা'নাল্লাহ	আল্লাহ মহিয়ান	৩৩ বার
الحمد لله	আল-হা'মদু লিল্লাহ	সকল প্রশংশার মালিক আল্লাহ	৩৩ বার
الله أكبر	আল্লাহু আকবার	আল্লাহ সর্ব মহান	৩৪ বার

করনীয়ঃ ৩ – অতঃপর আয়াতু-ল-কুরসী তিলাওয়াত করবে।

২য় পাঠঃ হিফজ সূরাহ

আজ মুখস্ত করানো হবে সূরাহ মায়ূ'ন, মুখস্ত করার পর সবাই এক এক করে দলগতভাবে অনুশীলন করবে।

৩য় পাঠঃ

৪ কালিমাহ, ছানা, রুকু ও রুকুর পরবর্তী তাসবীহসমূহ এবং সূরাহ নাস, ফালাক্ব, ইখলাস্ব, লাহাব, নাস্বর, আল-কাওছার, মায়ূ'ন, ক্বুরাইশ ও ফীল রিভিশন করবে।

১৬শ দিন এ পর্যন্ত (১ম থেকে ১৫শ দিন পর্যন্ত) যা পাঠ করা হয়েছে এসব কিছুর রিভিশন।

৫ম সেমিষ্টার ১৭শ দিন

রামাদ্বান ও রোজা

এবার আসুন! সিয়াম সাধন বা রোজা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু বিধিবিধান জেনে নেই..

অবস্থা	বর্ণনা	বিধান/মন্তব্য	করণীয়
অস্বীকার, অবজ্ঞা বা ঐচ্ছিক মনে করা	যে মুসলিম রামাদ্বান মাসের সিয়াম পালনে অস্বিকৃতি ব্যক্ত করল /রামাদ্বানের সিয়ামকে অবজ্ঞা করল /রামাদ্বানের সিয়ামকে ঐচ্ছিক মনে করল..	তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে গেলো	তাওবাহ করে ঈমানকে নবায়ন করতে হবে। নতুবা সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে।
না রাখা	যে ব্যক্তি তার উপর ফরজ হওয়া সত্ত্বেও রামাদ্বান মাসের সিয়াম পালন করল না..	সে মহাপাপ করল	এ জন্য তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হবে এবং এ রোজাগুলো পূর্ণ করতে হবে
রোগী ব্যক্তি	যে মুসলিম রামাদ্বান মাসে রোগাক্রান্ত হয়ে গেলো	সে রোজা না রাখলেও হবে	পরে এসব রোজা পূর্ণ করবে
মুসাফির	যে ব্যক্তি রামাদ্বান মাসে মুসাফির হয়ে গেলো	সে রোজা না রাখলেও হবে	পরে এসব রোজা পূর্ণ করবে
অতি বৃদ্ধ	কোনো ব্যক্তি যদি বার্ধক্যজনিত অতি দুর্বলতার কারণে রোজা রাখতে অক্ষম হয়ে যায় অথবা রোজা রাখলে তার মৃত্যু ঝুঁকি বা স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যায় তবে সে..	রোজা রাখবে না	রোজার বদলে ফিদইয়াহ দেবে। উল্লেখ্য প্রতিটি রোজার বদলে একজন মিসকিনকে দু-বেলা খাদ্য দানকে ফিদইয়াহ বলা হয়।
স্থায়ী রোগী	যে রোগী রোজা রাখলে মৃত্যু ঝুঁকি বা স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং এমন রোগ থেকে আরোগ্য হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ থাকে এমন ব্যক্তি..	রোজা রাখবে না	রোজার বদলে ফিদইয়াহ দেবে। উল্লেখ্য প্রতিটি রোজার বদলে ১জন মিসকিনকে দু-বেলা খাদ্য দানকে ফিদইয়াহ বলা হয়।
গর্ভবতী	রোজা রাখলে যদি নিজের বা আগত সন্তানের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হয় তবে..	রোজা রাখবে না	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	আগত সন্তানের স্বাস্থ ঝুঁকি না থাকলে..	রোজা না রাখা অনুমোদিত	না রাখলে পরে পূর্ণ করবে
নিফাস	সন্তান জন্ম দেওয়ার পর মায়ের জড়ায়ু থেকে নির্গত রক্তস্রাবকে নিফাস বলে। নিফাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অন্য কোনো অসুবিধান না থাকলে..	রোজা রাখবে	যদি নিফাসের দিন (হানাফী মতে ৪০ আর মালিকী মতে ৬০ দিন) পার হয়ে যায় এবং স্রাব বন্ধ না হয় তবে হিসাব মিলিয়ে দেখবে এটা হাইদ্ব কি না? হাইদ্ব হলে সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকবে আর হাইদ্ব না হলে সালাত ও সিয়াম দুটুই পালন করবে।

ধাত্রী মা	শিশুর বয়স ৬ মাসের কম হলে এবং মায়ের দুধ ব্যতীত অন্য খাবার না খেলে ওই মা..	রোজা রাখবে না	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	৬ মাসের কম বয়সী শিশু যদি মায়ের দুধ ছাড়াও বাজারের দুধে অভ্যস্ত থাকে তবুও ওই মায়ের জন্য..	রোজা না রাখার অনুমতি আছে	না রাখলে ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	শিশুর বয়স যদি ৬ মাসের বেশী হয় এবং মায়ে রোজা রাখলে যদি শিশুর স্বাস্থ্য সমস্যার সম্ভাবনা থাকে তবে ওই মা..	রোজা রাখবে না	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	শিশুর বয়স যদি ৬ মাসের বেশী হয় এবং মায়ে রোজা রাখলে যদি শিশুর স্বাস্থ্য ঝুঁকি না থাকে তবে ওই মা..	রোজা রাখবে	
হঠাৎ অসুস্থ	রোজা অবস্থায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দিলে	রোজা ভেঙ্গে ফেলবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
খাদ্য বা পানীয়	রোজার কথা ভুলে গিয়ে কোনোকিছু খেয়ে ফেললে বা পান করলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	কোনো প্রকার খাদ্য দ্রব্য বা পানীয় মুখে দিলে (যদি গলার ভিতরে না যায়)	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	কোনো প্রকার খাদ্য দ্রব্য বা পানীয় মুখে দেওয়ার পর যদি গলার ভিতরে চলে যায়	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	সাধারণভাবে কোনো খাদ্য বা পানীয় গিলে ফেললে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	অযু, গোসল বা সাধারণ ভাবে কুল্লি করার সময় অসাবধানতা বশত গলার ভিতর পানি চলে গেলে (এটাকে "খাত্বা" বলা হয়) অনেকের মতে এমন "খাত্বা"র কারণে রোজা নষ্ট হবে না। আর কারো কারো মতে নষ্ট হয়ে যাবে।	দ্বিমত রয়েছে	
লবণ টেষ্ট	খাদ্যে লবণ টেষ্ট বা স্বাদ টেষ্ট করলে যদি গলার ভিতর না যায়	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
যৌন সঙ্গম	রোজা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত ভাবে যৌন সঙ্গম করলে (রামাদ্বানের রাতে স্ত্রীসহবাস বৈধ আছে। দেখুন বাক্বারাহঃ ১৮৭)	রোজা ভেঙ্গে যাবে	কাফফারাহ দিতে হবে (১টি রোজার বদলে ৬০টি রোজা রাখা অথবা ৬০ জন মিসকিনকে দু-বেলা খাদ্য দানকে রোজার কাফফারাহ বলে)
	রোজা অবস্থায় ধর্ষণের বা জোর পূর্বক সঙ্গমের স্বীকার হলে	রোজা ভেঙ্গে যাবে	যে ধর্ষণ করেছে বা জোর পূর্বক সঙ্গম করেছে সে কাফফারাহ দেবে আর অন্যজন শুধু কাজা আদায় করবে
ইচ্ছাকৃত পানাহার	রোজা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করা মহাপাপ। এমন করলে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	এ জন্য তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হবে এবং ওই রোজা পূর্ণ করতে হবে। (হানাফী ফিক্বহ মতে কাজা ও কাফফারাহ দুটুই আদায় করতে হবে আর অন্য ফিক্বহ মতে শুধু কাজা করলেই চলবে)
বীর্যপাত	কোনো পুরুষ বা নারী রোজা অবস্থায় নিজে নিজে বীর্যপাত ঘটালে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	পরে ওই রোজা পূর্ণ করবে। (এমন করা পাপ কাজ। তাই সাবধান থাকবে)
	রোজা অবস্থায় পুরুষ বা নারীর যদি স্বপ্নদোষ হয়ে বীর্যপাত হয়ে যায় তবে..	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
কল্পনা	রোজা অবস্থায় সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কথা কল্পনা করে বীর্যপাত হলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে

			(কাজটি মোটেই উচিত নয়। তাই এ ব্যাপারে অতি সতর্ক থাকতে হবে)
স্পর্শ বা চুম্বন	রোজা অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে স্পর্শ বা চুম্বন করলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
রক্ত পরীক্ষা	রোজা অবস্থায় রক্ত পরীক্ষা করলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
ইনজেকশন	রোজা অবস্থায় মাংসপেশী বা রগের ভিতর ইনজেকশন নিলে অথবা পেটের চামড়ায় ইন্সুলিন নিলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
ঔষধ	রোজা অবস্থায় শরীরের বাইরের অংশের কাটা, ঘা অথবা আঘাতে ঔষধ লাগালে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	রোজা অবস্থায় পেট বা মাথার ভিতরে ঔষধ চলে গেলে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	রোজা অবস্থায় যোনি পথে বা পায়খানার রাস্তার ভিতরে ক্রিম, মলম বা অন্য ঔষধ লাগালে	রোজা ভঙ্গ হবে না	করণ এসব বস্তু খাদ্যদ্রব্য নয় এবং খাদ্যনালী বা খাদ্য থলিতে যায় না
চুখের ড্রপ	ড্রপের স্বাদ গলার ভিতরে অনুভূত না হলে সর্বসম্মত মতে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	ড্রপের স্বাদ গলার ভিতর অনুভূত হলে.. (আবু-হানীফাহ, ইবনু তাইমিয়্যাহ, বিন বায, উছাইমিনসহ অনেকের মতে রোজা নষ্ট হবে না। আর মালিকী ও হাম্বলীদের মতে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।)	দ্বিমত রয়েছে	রোজা অব্যাহত রাখবে/পরে পূর্ণ করবে (বিন বায বলেছেন দ্বিমত থেকে বাঁচার জন্য ওই রোজা পরে পূর্ণ করা উত্তম)
কানের ড্রপ	চুখের ড্রপের সমান বিধান	সমান বিধান	সমান বিধান
নাকের ড্রপ	চুখ ও কানের ড্রপের সমান বিধান	সমান বিধান	সমান বিধান
ঋতুস্রাব	রোজা অবস্থায় হাইদ্ব (নিয়মিত ঋতুস্রাব) শুরু হলে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	স্বাভাবিক ভাবে পানাহার করবে এবং ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	রোজা অবস্থায় ইস্তিহাদ্বা (অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক স্রাব) শুরু হলে (নিয়মিত স্রাব হচ্ছেঃ হানাফী মতে ৩-১০ দিন (কমপক্ষে ২ সপ্তাহ পরপর) আর মালিকী মতে ০-১৫ দিন এবং শাফিয়ী মতে ১-১৫ দিন। এ ছাড়া অন্য স্রাব হচ্ছে ইস্তিহাদ্বা বা অস্বাভাবিক স্রাব)	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে। (এ অবস্থায় নিয়মিত সালাত আদায় করবে, রোজা রাখবে এবং স্বামী সহবাস করতে পারবে)
রক্ত	শরীরের বাইরের অংশ থেকে রক্ত বের হলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে অতি দুর্বল হয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দিলে	রোজা ভেঙ্গে ফেলবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	মুখের ভিতর থেকে রক্ত বের হয়ে গলার ভিতর না গেলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	মুখের ভিতর থেকে রক্ত বের হয়ে গলার ভিতরে চলে গেলে কারো মতে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে আর কারো মতে হবে না	দ্বিমত রয়েছে	রোজা অব্যাহত রাখবে /ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
বমি	অনিচ্ছাকৃত বমি হলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	ইচ্ছাকৃত বমি করলে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
দাঁত মাজন	মিছওয়াক, টুথপেস্ট, মাজন বা ছাই দিয়ে দাঁত মাজলে ওইসব দ্রব্য যদি গলার ভিতরে না যায়	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	ওইসব দ্রব্য যদি গলার ভিতরে চলে যায়	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
রূপ চর্চা	সাবান, শাওয়ার বা বাথ লিকুইড অথবা শ্যাম্পু/কন্ডিশনার দিয়ে গোসল করলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	তেল, ক্রিম, ভ্যাসলিন বা লোসন ব্যবহার করলে	**রোজা নষ্ট হবে না**	রোজা অব্যাহত রাখবে
	মেকআপ, লিপিষ্টিক বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে।

৫ম সেমিষ্টার ১৮শ দিন

হিজাব

- আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্টভাবে হিজাবের কথা বলা হয়েছে তাই হিজাব করা ফরজ। হিজাব না করলে মহাপাপ তথা কবীরাহ গোনাহ হবে এবং যে নারী হিজাব পালন করবে না ওই নারী ফাসিক হয়ে যাবে
- হিজাবের বিধানকে অমান্য বা অবজ্ঞা করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে।
- প্রাপ্ত বয়স্কা নারী তার সমস্ত শরীর পর পুরুষের নজর থেকে আড়াল করে রাখবে এটাই হিজাব।
- তবে মুখ মণ্ডল এবং হাত ঢেকে রাখার কথা বা খুলে রাখার কথা কোনোটাই আল-কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়নি এবং ঢেকে রাখার ব্যাপারে মুতাওয়াতির মানের কোনো হাদীছও নেই তাই এটা ফরজ হবে না এবং এজন্য কাউকে বাধ্য করা বা সাজা দেওয়া যাবে না। তবে এ ব্যাপারে অনেক হাদীছে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাই ঢেকে রাখা উত্তম হবে।
- আল-কুরআনের বিশ্লেষণে যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এসবের অনেকটিতেই মুখ মণ্ডল ও হাত খুলে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাই বিষয়টিকে মন্দকাজ হিসেবে উপস্থাপনের অবকাশ নেই।
- অধিকাংশ সাহাবী, তাবিয়ী' এবং ইমামগণের ভাষ্যমতেও মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত খুলে রাখা অনুমদিত। তাই বিষয়টি নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।
- কিন্তু পরবর্তীতে ফিতনাহ ফাসাদ বেড়ে যাবার কারণে আলীমগণ এ বিষয়ে কঠিন থেকে কঠিন হয়ে পড়েছেন এবং কঠোর মতামত দিয়েছেন। আসলে এসবই সময়ের কারণে উলামা সমাজের পরামর্শ। তাই এগুলো মেনে চলা উত্তম হবে তবে ফরজ হবে না।

কার সাথে কী ভাবে হিজাব করতে হবে..

- স্বামীঃ স্বামীর সাথে স্ত্রী কোনো হিজাব নেই। স্বামী তার স্ত্রীর সব দেখতে পারবে।
- বাবা, দাদা, চাচা, মামা, শশুর, দাদা শশুর, আপন ভাই, সত ভাই, দুধ ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, স্বামীর ছেলে যারা অন্য স্ত্রী থেকে জন্ম গ্রহন করেছে, ইত্যাদি মাহরাম পুরুষগণের সামনে নারী তার মাথা, চুল, গলা, বাহু, পাটুর নীচ পর্যন্ত পা, আর বুক (স্তনের উপরি ভাগ) ইত্যাদি খোলা রাখতে পারবে।
- আর অন্যান্য পুরুষদের দৃষ্টি থেকে নারী নিজেকে আড়াল করে রাখবে। আর এ আড়াল দুভাবে করা যেতে পারে..
  ১- নিজেকে ঘরে বা দেওয়ালের আড়ালে রেখে অন্যের দৃষ্টি থেকে হেফাজতে রাখবে।
  ২- নিজেকে কাপড় বা পোষাক দিয়ে ঢেকে রেখে অন্যের দৃষ্টি থেকে হেফাজতে রাখবে।

৫ম সেমিষ্টার ১৯শ দিন

মুসলিম পরিচিতি

মুসলিম পরিচিতিঃ মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পনকারী। মহান আল্লাহর কাক্সহে আত্মসমর্পন করে সকল প্রকার ত্বাগূত্বকে বর্জন করে আল্লাহর একত্ববাদ এবং মুহাম্মাদ সাঃর রিসালতের সাক্ষ্য দিয়ে তথা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুসলিম হতে হয়। মুসলিম হবার পর জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হয়, নিজের ঈমানকে মজবুত করতে হয় এবং আল্লাহর বিধান মেনে, রাসূলের আদর্শ মত জীবন পরিচালনা করতে হয়। আর এসব করতে গিয়ে মুসলিমগণ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যথাঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক।

ক- মুঅমিনঃ যে মুসলিম--

- ঈমানের মৌলিক বিষয় সমূহের উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখল,
- সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করল এবং
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে ইসলামী বিধিবিধান মেনে নিল ও মেনে চলল সে-ই মুঅমিন।

/অন্য কথায় যে মুসলিম সকল প্রকার কুফর, শিরক ও কবীরাহ গোনাহ থেকে বিরত থাকবে সে-ই মুঅমিন।
প্রতিটি মুঅমিনই আল্লাহর ওয়ালী, মুঅমিন নিশ্চিত জান্নাতী। মুঅমিনগণ পরকালে ফাসিকদের জন্য শাফায়া'ত করতে পারবে যদি আল্লাহ তাকে শাফায়া'তের অনুমতি দেন।

খ- ফাসিকঃ যে মুসলিম—

- ঈমানের মৌলিক বিষয় সমূহের উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখল,

- সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করল
- বাস্তব জীবনে ইসলামের যাবতীয়বিধান নীতিগতভাবে মেনেও নিল তবে সঠিকভাবে মেনে চলতে পারল না সে ফাসিক বলা হয়। /অন্যকথায় যে মুসলিম কোনো প্রকার কবীরাহ গোনায় জড়িয়ে পড়বে সে-ই ফাসিক।

ফাসিক পরকালে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হবে। আল্লাহ ইচ্ছা হলে ফাসিককে মাফ করে দেবেন আর ইচ্ছা হলে জাহান্নামে সাজা দেবেন।

তবে ফাসিক জাহান্নামে গেলেও চির জাহান্নামী হবে না। সাজা ভোগের পর তাদেরকে মুক্ত করা হবে। সকল ফাসিককে আবার জাহান্নামে যেতে হবে না। নেক লোকদের শাফায়া'তে (সুপারিশে) অনেক ফাসিকই মাফ পেয়ে যাবে। মুঅমিনগণ পরকালে ফাসিকদের জন্য শাফায়া'ত করতে পারবে যদি আল্লাহ তার জন্য শাফায়া'তের অনুমতি দেন।

গ- মুনাফিকঃ যে মুসলিম ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহের বিশ্বাসে অবিচল নয় অথবা ত্বাগূতকে বর্জন করেনি সে মুনাফিক হয়ে যায়।

অন্যকথায় যে মুসলিম নিজেকে কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে ফেলে অথবা যে মুসলিম ইসলামের কোনো নীতি বা বিধানকে অপছন্দ করে সে-ই মুনাফি (চাই আমল যতই করুক)

মুনাফিক মানব সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাজা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ ৯ তাওবাহঃ ৮৪)

দ্বীন পালনের পদ্ধতি ও ইবাদাতের পন্থা

আমাদের দ্বীন তথা জীবন আদর্শ যেমন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ঠিক তেমনিভাবে দ্বীন পালনের পদ্ধতিও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো তরিকা বা পদ্ধতিতে দ্বীন পালন করা হলে এটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল্লাহর দ্বীন পালনের সঠিক পদ্ধতির নাম "হানীফ পদ্ধতি"। তাই আমাদের উপর অন্যতম আরো একটি ফরজ হচ্ছে বাস্তব জীবনে আল্লাহর দ্বীন পালন করতে গিয়ে "হানীফ পদ্ধতি" অবলম্বন করা। আর এটা-ই আমাদের প্রতি আল্লাহর আদেশ। মহান আল্লাহ তদীয় নবী মুহাম্মাদ সা.কে আদেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন..

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123)

(হে নবী!) অতঃপর আমি তোমার কাছে ওহী পাঠিয়েছি (এবং এ ওহীর মাধ্যমে অন্যান্য নবীদের মত তোমাকেও আদেশ দিচ্ছি) তুমিও "হানীফ পদ্ধতিতে" ইবরাহীমের আদর্শ অনুকরণ করবে আর (শোনো!) সে মুশরিকদের দলভুক্ত ছিল না। (১৬ নাহ'লঃ ১২৩)

অন্যত্র বলা হচ্ছে

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125)

তার চেয়ে উত্তম দ্বীনদার আর কে হতে পারবে? যে ব্যক্তি..

- আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করল,
- ইহসান (তথা নিজের ঈমান, ইসলাম, ইবাদাত, কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার এবং কথা-বার্তাকে সুন্দর) করল
- আর হানীফ পদ্ধতিতে ইবরাহীমী আদর্শের অনুকরণ করল? (কারণ ইবরাহীম আঃ ছিলেন উত্তম আদর্শের অধিকারী। তাই) আল্লাহ ইবরাহীমকে খালীল বানিয়েছেন। (৪ নিসাঃ ১২৫)

হানীফ পদ্ধতি পরিচিতিঃ আল্লাহর দ্বীনই হলো মানব জাতির জন্য একমাত্র সঠিক দ্বীন তথা সঠিক জীবন আদর্শ। আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য সকল দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা ও বিধানকে বিসর্জন দিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে শুধুমাত্র ইসলামী রীতিনীতি ও বিধান মেনে চলার নাম হানীফ পদ্ধতিতে দ্বীন পালন করা। আর এটাই আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে।

সুতরাং যে বা যারা ইসলামের সাথে অন্যকোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা ও বিধানকে সংযুক্ত করে মিশ্রিত জীবন যাপন করল, যারা ইসলাম ও কুফরের সমন্বয়ে জীবনের নতুন পথ বানিয়ে নিল তারা অবশ্যই বিভ্রান্ত হয়ে গেল। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151)

যারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করল (তথা অবাধ্য হয়ে গেল,)

- যারা আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করল (তথা রাসূলের হাদীছকে আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে দাঁড় করাল অথবা কুরআন মানল তবে হাদীছ মানল না)
- যারা বলল (ইসলামী আইনের) কিছু মানি আর কিছু মানি না
- যারা ঈমান ও কুফরের সমন্বয়ে নতুন পথ বানিয়ে নিল,

এরাই হল আসল কাফির। এসব কাফিরদের তরে তৈরি করেছি (জাহান্নামে) যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৪ নিসাঃ ১৫০-১৫১)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিন হতে হলে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম মেনে চলতে হয়। জীবনের কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম আর কিছু ক্ষেত্রে অন্যথা করলে মুঅমিন হওয়া যায় না। ইসলামের সাথে অন্যকিছু মিশ্রিত করে জীবনের নতুন পথ তৈরী করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যায়। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪) মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

আল্লাহর ইবাদাতের জন্য যেমন নির্ধারিত পদ্ধতি রয়েছে যার না হানীফ পদ্ধতি ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ্র ইবাদাতের পন্থাও ঠিক করে দিয়েছেন মহান রাব্ব। আল্লাহর ইবাদাতের জন্য মহান রাব্বের নির্ধারিত পন্থার নাম ইখলাস্ব তথা ভেজালমুক্ত পন্থা।

ইখলাস্ব পরিচিতিঃ ইখলাস্ব অর্থ ভেজালমুক্ত। আল্লাহ কেবল ভেজালমুক্ত আমল ও ইবাদাতই গ্রহন করে থাকেন। ভেজাল যুক্ত কোন কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য হয় না। আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ সুতরাং তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে শুধুই তার জন্য ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে। (গাফিরঃ ১৪)

ভেজালমুক্ত আমল ও ইবাদাত মানে হচ্ছে আল্লাহর কিতাবে বর্নিত আমল ও ইবাদাত। ইরশাদ হচ্ছে..
(হে নবী!) আমি তোমার প্রতি কিতাবটি নাযিল করেছি যথাযথভাবেই। সুতরাং তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে শুধুই তার জন্য ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে। (যুমারঃ ২)

আল্লাহর কথা মেনে রাসূল সাঃও ভেজালমুক্ত থেকেই আমল ও ইবাদাত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে..
বলে দাও! আমি শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাত করি শুধুই তার জন্য ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে। (যুমারঃ ১৪)

এক হাদীছে বর্নিত হয়েছে, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তুমি তোমার দ্বীনকে (তথা নিয়ত, কর্ম ও আদর্শকে) ভেজালমুক্ত রাখবে এতে কলে অল্প আমলই তোমার (নাজাতের) জন্য যথেষ্ট হবে। (হাদীছটি সাহীহ এবং কয়েকটি কিতাবে বর্নিত হয়েছে)
আমল ও ইবাদাত এবং দ্বীনকে ভেজালমুক্ত রাখতে হলে আমাদেরকে ৩টি কাজ করতে হবে। যথা ..

- আমাদের নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখতে হবে। একে বলা হয় সাহীহ নিয়ত বা ভেজালমুক্ত নিয়ত।
- আমাদের কর্মকে ভেজালমুক্ত রাখতে হবে তথা কোনো প্রকার সংযোজন বা বিযোজন করা যাবে না।
- নিজের জীবনের নীতিআদর্শকে ভেজালমুক্ত রাখতে হবে আর এটাই বলা হল ভেজালমুক্ত দ্বীন।

আ'মাল ও ইবাদাত কবুল হওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান। মহান আল্লাহ কেবল মুঅমিন ও মুত্তাক্বীদের থেকেই তাদের আ'মাল ও ইবাদাত কবুল করে থাকেন। ইন শা-আল্লাহ ঈমানের আলোচনা আমরা ৪র্থ দিনে করব।

২০শ দিন সমস্ত কোর্সের রিভিশন আর ২১শ তম দিন পরীক্ষা।